আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আজ বসবে পদ্মা সেতুর ৩৩তম স্প্যান

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পদ্মা সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের ওপর আজ সোমবার বসবে ৩৩তম স্প্যানটি। এই স্প্যান বসানোর মাধ্যমে সেতুর ৪ হাজার ৯৫০ মিটার দৃশ্যমান হবে।

সোমবার সকালে মূল সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আবদুল কাদের জানান, সব কিছু ঠিক থাকলে আজই স্প্যানটি বসানো হতে পারে। মুন্সীগঞ্জের মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ‘ওয়ান সি’ নামের ৩৩তম স্প্যানটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের (খুঁটি) ওপর স্প্যানটি বসানো হবে।

তবে পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোত দেখা দিলে দুদিন সময় লাগতে পারে।

এর আগে ১১ অক্টোবর ৩২তম স্প্যানটি বসানো হয় পদ্মা সেতুর ওপর।

পদ্মা সেতুর সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তিন হাজার ৬০০ টন ধারণক্ষমতার ‘তিয়ান ই’ ভাসমান ক্রেনটি কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে অবস্থান করছে। নির্ধারিত সময়ে ধূসর রঙের ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিন হাজার ১৪০ টন ওজনের স্প্যানটিকে নিয়ে যাবে। কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে পিলারের দূরত্ব খুব বেশি না থাকায় একদিনের মধ্যেই স্প্যানটি বসানোর ব্যাপারে আশাবাদী প্রকৌশলীরা।

আরও জানা গেছে, পদ্মা সেতুতে ৩৩তম স্প্যান বসানো গেলে বাকি থাকবে ৮টি স্প্যান। স্প্যানগুলো মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে আছে।

এদিকে ৪১ স্প্যানের ওপর ২ হাজার ৯১৭টি রোড স্লাব বসানো হবে। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার রোড স্লাব। এ ছাড়া রেললাইনের জন্য লাগবে ২ হাজার ৯৫৯টি রেল স্লাব। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার ৬০০ রেলওয়ে স্লাব।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সেতুর জাজিরা প্রান্তে ৩৭-৩৮ নম্বর পিয়ারে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে সেতু দৃশ্যমান হয়। গত ৩০ মে পর্যন্ত জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৮টি স্প্যান বসানো হয়।

গত ৩০ মে জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৬ ও ২৭ নম্বর পিয়ারের (খুঁটি) ওপর বসানো হয় ৩০তম স্প্যান। এর পর চলতি বছরের ১০ জুন সেতুর

জাজিরা প্রান্তের ২৫ ও ২৬ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয় সেতুর ৩১তম স্প্যান।

এক সপ্তাহে ধর্ষণ মামলার রায়: ধর্ষকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

বাগেরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় আবদুল মান্নান সরদার (৫০) নামে এক আসামিকে সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় আসামিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বাগেরহাটের মোংলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় পিতৃহীন সাত বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের অভিযোগে আসামি আবদুল মান্নান সরদারকে (৫০) সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম।

সোমবার দুপুর ১২টায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

আসামি আবদুল মান্নান সরদার মোংলা উপজেলার মাকোড়ডোন গ্রামের ভূমিহীন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার প্রয়াত আহম্মদ সরদারের ছেলে।

এর আগে রোববার বিকাল পর্যন্ত এ মামলার বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শোনেন বিচারক। এর পর তিনি আজ রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

বাগেরহাটের স্পর্শকাতর একটি ফৌজদারি মামলায় এত কম সময়ে বিচারকাজ শেষ করার নজির বাংলাদেশে এই প্রথম।

এদিকে বাগেরহাটের বিচার বিভাগ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের একটি মামলার বিচারকাজ কম সময়ের মধ্যে শেষ করে রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে নারী উন্নয়ন ফোরাম।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বাগেরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ সহকারি কৌসুলি (এপিপি) রনজিৎ কুমার মণ্ডল বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সুষ্পষ্ট বলা আছে কোনো ধর্ষণের ঘটনার অভিযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে আইন প্রয়োগকারি সংস্থার হাতে ধরা পড়লে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

এই শিশু ধর্ষণের মামলাটি তারই প্রমাণ। মামলাটি পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করেছে। ঘটনার পরপরই আসামিকে গ্রেফতার, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা, সাক্ষী হাজির এবং অভিযোগপত্র দাখিল যথা সময়ে করেছে পুলিশ। আইন মেনে ধর্ষিতা শিশুটির ২২ ধারা ও ১৬১ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।

রোববার টানা ৩ ঘন্টা বাদী বিবাদির যুক্তিতর্কের ওপর শুনানি শেষে সোমবার এই আলোচিত মামলার রায় ঘোষণার করা হয়। বিগত দিনে এতো কম সময়ে বাগেরহাট কি দেশের কোন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কোনো রায় ঘোষণা হয়নি বলেও জানান ওই আইন কর্মকর্তা।

সম্প্রতি দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন অস্বাভাবিকহারে বেড়ে গেছে। যা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে দেশব্যাপী। এই সময়ে রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিচারহীনতা বা মামলার দীর্ঘসুত্রিতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা রয়েছে তা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করেন তিনি।

নারী উন্নয়ন ফোরামের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক সমন্বয়কারি ও সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়নকর্মী রিজিয়া পারভীন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলা দরিদ্র পরিবারের একটি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করেছে।

এই রায়ের মধ্যে দিয়ে বিচার কার্যের যে দীর্ঘসূত্রিতা ছিল বা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বিচার না পাওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা অনেকাংশে দূর হবে। দেশের সকল আইন প্রয়োগকারি সংস্থা নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে মত দেন এই নারী নেত্রী।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted], ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

শাহজালালে ৩৮ হাজার ইয়াবা জব্দ

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিপুল ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে গার্মেন্টস পণ্যের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা টেবলেট জব্দ করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাহিনী এভসেক।

বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদ-উল আহসান শুক্রবার সকালে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, রফতানি কার্গোর নিরাপত্তা স্ক্রিনিংয়ের সময় বিমানবন্দরের এভসেক সদস্যরা গার্মেন্টস পণ্যের সঙ্গে আনুমানিক ৩৮ হাজার ৯০০টি ইয়াবা জব্দ করেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

একটি সূত্র জানায়, বিমানবন্দরে সৌদিগামী রেডিমেট গার্মেন্টসের রফতানি পণ্য চালানের ৩টি কার্টন থেকে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ টাকা।

বিল অব এক্সপোর্ট অনুযায়ী পণ্য চালানের রফতানিকারক এমএস সিয়াম অ্যান্ড সমি এন্টারপ্রাইজ এবং ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে খিলগাঁও পশ্চিমপাড়া। আর আমদানিকারক হিসেবে লেখা রয়েছে সৌদি আরবের অ্যাপারিজ ইন্টারন্যাশনাল ইস্ট, যেখানে ঠিকানা দেয়া হয়েছে রিয়াদের আল ওয়াজির ট্রেডিং সেন্টার।

মারুফুর রহমান জানান, পণ্য চালানটি আটকের পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে জানানো হলে তাদের প্রতিনিধি এসে ইয়াবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে কাস্টম এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কাউকে এখনও আটক করা সম্ভব হয়নি।
সূত্র- যুগান্তর

ব্যাগভর্তি স্বর্ণের বার জব্দ শাহ আমানতে

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটের আসনের নিচ থেকে সোনার একটি বড় চালান আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিমানবন্দর কাস্টমস ও এনএসআই টিম পরিত্যক্ত অবস্থায় চালানটি আটক করে।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ডেপুটি কমিশনার রোকসানা খাতুন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিজি১৪৮ ফ্লাইটের সিটের নিচে প্লাস্টিকের ব্যাগে স্বর্ণের বার পাওয়া গেছে। এখন গণনা করা হচ্ছে। চালানটিতে আনুমানিক ১৬০টি সোনার বার থাকতে পারে বলে জানান তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এমপি নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা

ফরিদপুর-৪ আসনের এমপি মুজিবর রহমান চৌধুরী নিক্সনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন। এখন সংশ্লিষ্ট থানা তদন্ত করে নিক্সনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

এর আগে গতকাল বুধবার এমপি নিক্সন নির্বাচনী আচরণবিধির বাইরে আর কোনো নির্বাচনী অপরাধ করেছেন কিনা, তা তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছে ইসি।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসককে হুমকি এবং জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার ইউএনওকে ফোনে অশালীন ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ রয়েছে এমপি নিক্সনের বিরুদ্ধে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) অতুল সরকার ওই ঘটনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানালে সেটি নির্বাচন কমিশনে পাঠায়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তবে ডিসি ও ইউএনওকে গালিগালাজের যে অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে, সেটি বানোয়াট বলে দাবি করেছেন এমপি নিক্সন। গত মঙ্গলবার ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে তিনি দাবি করেন, তার বক্তব্যকে ‘সুপার এডিট’ করা হয়েছে। তিনি গালিগালাজ করেননি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রিফাত হত্যা: অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ২৭ অক্টোবর

বহুল আলোচিত বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় আগামী ২৭ অক্টোবর। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বরগুনা জেলা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান এ রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে ৭৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সকল আসামির পক্ষে-বিপক্ষে আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। বুধবার আদালতে উপস্থাপিত রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিখন্ডন শেষে এ রায়ের দিন ধার্য করেন আদালত।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বরগুনার নারী ও শিশু আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আজ এই মামলার যুক্তিতর্কের অবশিষ্ট অংশ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এরপর যুক্তিতর্ক শেষ হলে আদালত আগামী ২৭ অক্টোবর এ মামলার রায়ের দিন ধার্য করেন। একই সঙ্গে এ মামলায় জামিনে থাকা আট আসামিকে নিজ নিজ আইনজীবীর জিম্মায় ফের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

এদিকে মামলার ধার্য তারিখ থাকায় সকাল ৭টার দিকে এ মামলায় জামিনে থাকা আটজন অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে আদালতে হাজির হয়। এরপর কড়া নিরাপত্তায় এ মামলয় কারাগারের শিশু ওয়ার্ডে থাকা অপ্রাপ্তবয়স্ক

ছয় আসামিকেও আদালতে হাজির করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আদালতে আসা সকল বিচারপ্রার্থীদের তল্লাশি করে ঢুকানো হয় আদালতে।

গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই ভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১৪ জন।

গত ৮ জানুয়ারি রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। এরপর ১৩ জানুয়ারি থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিরা হলেন- মো. রাশিদুল হাসান রিশান ফরাজী (১৭+), মো. রাকিবুল হাসান রিফাত হাওলাদার (১৫+), মো. আবু আবদুল্লাহ রায়হান (১৬+), মো. ওলিউল্লাহ অলি (১৬+), জয় চন্দ্র সরকার চন্দন (১৭+), মো. নাইম (১৭+), মো. তানভীর হোসেন (১৭+), নাজমুল হাসান (১৪+), রাকিবুল হাসান নিয়ামত (১৫+), মো. সাইয়েদ মারুফ বিল্লাহ মহিবুল্লাহ (১৭+), মারুফ মল্লিক (১৭+), প্রিন্স মোল্লা (১৫+) রাতুল সিকদার জয় (১৬) ও আরিয়ান হোসেন শ্রাবণ (১৬+)।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। রায়ে নিহত রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নিসহ ছয় জনের ফাঁসির আদেশ দেন আদালত। বাকি চারজনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

ডাকসেবা র্যাংকিংয়ে ফের পেছাল

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

নিষিদ্ধ। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর শুরু হয়েছে।

১৯৮৫ সালের মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি (প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন ফিশ রুলস, ১৯৮৫) অনুযায়ী নিষিদ্ধের এ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর নিষিদ্ধের সময় ছিল ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর।

এ উপলক্ষে ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলায় ‘মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০’ পরিচালিত হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের মতো এ বছরও ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি দ্বিগুণ হবে। ইলিশ ধরা নিষিদ্ধের সময় জেলেদের ভিজিএফের (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) আওতায় চাল দেয় সরকার।